গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

পিতৃমাতৃহীন প্রতিবন্ধী শিশু নিবাস পরিচালনা গাইডলাইন

সেপ্টেম্বর ২০২৫

মুখবন্ধ

শিশুরা আমাদের ভবিষ্যৎ। প্রতিটি শিশুর সুষ্ঠু লালন পালন, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব। শিশুদেরকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্য। আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে সব ধরনের শিশুর সুষ্ঠু পরিচর্যাসহ তাদের উন্নয়ন ও মানবিক বিকাশের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। একটি কল্যাণধর্মী রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের সংবিধানে এবং জাতীয় শিশু নীতিমালায় এ সংক্রান্ত বিধি বিধান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

পূর্ণ মানবিক মর্যাদা ও সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তির মাধ্যমে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠা প্রত্যেক শিশুর জন্মগত অধিকার। অনাকাঙ্খিত নবজাতক শিশুকে লোক চক্ষুর অন্তরালে, রাস্তাঘাটে, ডাষ্টবিনে, নর্দমায় ফেলে রাখার ফলে তারা পরিত্যক্ত শিশু হিসেবে গণ্য হয়। এছাড়া, দেশের নানা জায়গায় হারিয়ে যাওয়া ছোট-ছোট অনাথ প্রতিবন্ধী শিশু, পাচারকারীদের কবল হতে উদ্ধারকৃত প্রতিবন্ধী শিশুসহ নানা ধরনের বিপন্ন ও দুর্দশাগ্রস্থ প্রতিবন্ধী শিশু পাওয়া যায় যাদের পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনের সন্ধান পাওয়া যায়না অথবা সন্ধান পেতে বিলম্ব হয়। সাধারণত এধরনের শিশুরাই পরিত্যক্ত শিশু হিসেবে পরিগণিত হয়। অন্যান্য শিশুর মত প্রতিবন্ধী শিশুদেরও রাষ্ট্রীয় সকল সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির মাধ্যেমে বড় হয়ে ওঠার অধিকার রয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন পরিত্যক্ত পিতৃমাতৃহীন প্রতিবন্ধী শিশুর প্রতিপালন, ভরণ পোষণ এবং মর্যাদাশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য স্থাপন করেছে 'প্রতিবন্ধী শিশু নিবাস'। সম্পূর্ণ মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি, শিশু আইন, জাতিসংঘ ঘোষিত শিশু অধিকার সনদ এবং আধুনিক শিশু কল্যাণ দর্শনের আলোকে প্রতিবন্ধী শিশু নিবাসের মাধ্যমে এসকল শিশুকে সম্পূর্ণ পারিবারিক পরিবেশে প্রতিপালন ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

সময়ে সময়ে বিভিন্ন প্রশাসনিক আদেশ/নির্দেশনার মাধ্যমে প্রতিবন্ধী শিশু নিবাস পরিচালনা করা হত। তাই এ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে একটি গাইড লাইন প্রণয়ন জরুরি। এ গাইডলাইন প্রণীত হলে প্রতিবন্ধী শিশু নিবাসে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে সক্ষম হবেন। এ গাইডলাইন প্রণয়নে যেসকল কর্মকর্তা, কর্মচারী, শ্রম ও মেধা প্রদান করেছেন তাদেরকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। আগামী দিনে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রতিবন্ধী শিশু নিবাসগুলো অনাথ প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠুক এ কামনা করি।

ড. মোহাম্মদ আবু ইউছুফ
সচিব
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সূচীপত্র :

১. পটভূমি

২. সংজ্ঞা

৩. প্রতিবন্ধী শিশু নিবাসের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

৪. প্রতিবন্ধী শিশু নিবাস এর কার্যাবলী

৫. আসন সংখ্যা

৬. প্রতিবন্ধী শিশু নিবাসে ভর্তির প্রক্রিয়া

৭. প্রতিবন্ধী শিশু নিবাস ব্যবস্থাপনা কমিটি ও কর্মপরিধি

৮. প্রতিবন্ধী শিশু নিবাসের জনবল ও দায়িত্ব

৯. প্রতিবন্ধী শিশু নিবাসে ব্যবহৃত রেজিষ্টারসমূহ

১০. তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন

১১. গাইডলাইন-এর সংশোধনী ক্ষমতা

১২. পরিশিষ্ট

১.০ পটভূমি :

প্রতিটি শিশুর নিরাপদ জন্মগ্রহণ ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার পরিবেশ নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব। আমাদের দেশে অনেক সময় বিভিন্ন স্থানে যেমন- রাস্তায়, হাসপাতালে পিতৃ-মাতৃ পরিচয়হীন এবং দাবীদারহীন অনেক হতভাগ্য পরিত্যক্ত/পতিত প্রতিবন্ধী শিশুর সন্ধান পাওয়া যায়। সামাজিক বিভিন্ন কারণে বা দারিদ্রের কারণে অনেক মাতাপিতা ভরণ পোষণে অক্ষম হওয়ায় নবজাতককে হাসপাতাল বা অন্য কোন স্থানে ফেলে চলে যায়। পরিত্যক্ত অবস্থায় প্রাপ্ত এ প্রতিবন্ধী শিশুর মাতা পিতা বা আত্মীয় স্বজনের ঠিকানা খুঁজে না পাওয়া শিশুটি থেকে যায় অভিভাবক ও ঠিকানাবিহীন। এসব নিষ্পাপ প্রতিবন্ধী শিশুদের অন্যান্য শিশুদের মত সুষ্ঠু নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। জাতিসংঘ ঘোষিত শিশু অধিকার সনদ, দেশের সংবিধান ও জাতীয় শিশু নীতিমালায় বর্ণিত বিধান এবং মানবিক ও ধর্মীয় চিন্তা চেতনায় অন্যান্য শিশুর মত পরিত্যক্ত প্রতিবন্ধী শিশুদের সুষ্ঠুভাবে লালন-পালন ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন হতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রতিবন্ধী শিশু নিবাসের মাধ্যমে পরিত্যক্ত পিতৃমাতৃহীন প্রতিবন্ধী শিশুদের যথাযথ নিরাপত্তা বিধান, রক্ষণাবেক্ষণ, ভরণপোষণ, চিকিৎসা, বিনোদন ও শিক্ষার কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। এ প্রতিষ্ঠানে অবস্থান করে ০-১৮ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুরা সরকার প্রদত্ত সকল সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকে। প্রতিবন্ধী শিশুদের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও তদারকি নিশ্চিত করার জন্য পিতৃমাতৃহীন 'প্রতিবন্ধী শিশু নিবাস' পরিচালনার জন্য গাইড লাইন প্রণয়ন একান্ত প্রয়োজন। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে এ গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

২. সংজ্ঞা:

(ক) প্রতিবন্ধী শিশু : প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ এর ধারা-৩ এ বর্ণিত যে কোন ধরনের প্রতিবন্ধিতাসম্পন্ন ০-১৮ বছর বয়সী শিশু।

(খ) প্রতিবন্ধী শিশু নিবাস : সম্পূর্ণ পারিবারিক পরিবেশে প্রতিপালন ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে পরিত্যক্ত পিতৃমাতৃহীন প্রতিবন্ধী শিশুর প্রতিপালন, ভরণপোষণ এবং মর্যাদাশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিশু নিবাস।

গ) পরিত্যক্ত শিশু : লোক চক্ষুর অন্তরালে রাস্তাঘাটে, ডাষ্টবিনে, নর্দমায় ফেলে রাখা; দেশের নানান জায়গায় হারিয়ে যাওয়া অনাথ প্রতিবন্ধী শিশু; পাচারকারীদের কবল হতে উদ্ধারকৃত প্রতিবন্ধী শিশুসহ নানা ধরনের বিপন্ন ও দুর্দশাগ্রস্থ প্রতিবন্ধী শিশু যাদের পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনের সন্ধান পাওয়া যায় না অথবা সন্ধান পেতে বিলম্ব হয়, এধরনের শিশুরাই পরিত্যক্ত শিশু হিসেবে গণ্য হবে।

৩.০ প্রতিবন্ধী শিশু নিবাসের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

দেশের বিভিন্ন স্থান হতে প্রাপ্ত ০-১৮ বছর বয়সী পরিত্যক্ত, দাবীদারহীন, দুর্দশাগ্রস্থ এবং বিপন্ন পিতৃমাতৃহীন প্রতিবন্ধী শিশুদের-আশ্রয় প্রদান, পৃষ্ঠপোষকতা গ্রহণ, মানবিক মর্যাদাসহ সুষ্ঠুভাবে রক্ষণাবেক্ষণ, লালন পালন, শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ও চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থাকরণ এবং উন্নয়ন ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ।

৪.০ প্রতিবন্ধী শিশু নিবাস এর কার্যাবলী:

৪.১ ভর্তি, নিবন্ধন, রেকর্ড পত্র প্রণয়ন ও গোপনীয়তা :

(ক) বিজ্ঞ আদালত, বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও সরকার কর্তৃক স্বীকৃত যথাযথ কর্তৃপক্ষ হতে প্রাপ্ত পিতৃমাতৃহীন প্রতিবন্ধী শিশুদের যথাযথভাবে গ্রহণ, ভর্তি ও নিবন্ধন, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন কর্তৃক তাদের পূর্ণ দায়-দায়িত্ব ও অভিভাবকত্ব গ্রহণ এবং সবধরনের তথ্যের গোপনীয়তা নিশ্চিতকরণ;

(খ) পরিত্যক্ত, দাবীদারহীন, পিতৃমাতৃহীন নবজাতক প্রতিবন্ধী শিশুর সুন্দর নামকরণ, থানায় সাধারণ ডাইরীকরণ, কেস রেকর্ড প্রণয়ন ও সংরক্ষণ।

৪.২ স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা:

(ক) প্রতিটি প্রতিবন্ধী শিশুকে ভর্তির সাথে সাথে স্বাস্থ্য পরীক্ষাকরণ এবং শারীরিকভাবে অসুস্থ ও দুর্বল শিশুদের সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ;

(খ) প্রতিষ্ঠানে অবস্থানরত প্রতিটি প্রতিবন্ধী শিশুকে মাসিক/প্রয়োজনের নিরিখে স্বাস্থ্য পরীক্ষাকরণ এবং স্বাস্থ্য কার্ড সংরক্ষণ;

(গ) চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী প্রতিবন্ধী শিশুদের বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধক টিকা প্রদান;

(ঘ) প্রতিটি প্রতিবন্ধী শিশুর সুস্বাস্থ্য রক্ষায় প্রয়োজনে সরকারি হাসপাতালের সাহায্য গ্রহণ;

৪.৩. যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণ:

(ক) প্রতিটি প্রতিবন্ধী শিশুর নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ, দৈনন্দিন স্বাস্থ্যসম্মত সুষম পুষ্টিকর খাবার (শিশু খাদ্য ও অন্যান্য খাবার) তৈরি ও পরিবেশন এবং অসুস্থ শিশুকে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী খাবার ও পথ্য প্রদান;

(খ) শিশুদের শয়ন ও বিশ্রাম উপযোগী, নিরাপদ ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বিছানা ও শয়ন কক্ষের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(গ) প্রতিটি প্রতিবন্ধী শিশুর জন্য উপযোগী ও উন্নত মানের পোষাক-পরিচ্ছদের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঘ) প্রতিটি প্রতিবন্ধী শিশুর সুষ্ঠু লালন পালন ও মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মচারীদের দায়িত্বশীল আচরণ নিশ্চিতকরণ;

৪.৪. ক্রীড়া ও চিত্ত বিনোদন:

(ক) প্রতিবন্ধী শিশুদের শরীরিক বিকাশ ও চিত্ত বিনোদনের জন্য উপযোগী খেলনা/ক্রীড়াসামগ্রী ও খেলাধুলার ব্যবস্থাকরণ, নিরাপত্তা বিধান এবং কর্মচারী নিয়োজিতকরণ;

৪.৫. শিক্ষা:

(ক) প্রতিবন্ধী শিশুর প্রাক শিক্ষাকালীন প্রস্তুতিকল্পে উপযোগী শিক্ষা কর্মসূচি পরিচালনাকরণ;

(খ) প্রাথমিক শিক্ষার উপযুক্ত প্রতিবন্ধী শিশুকে বয়স ও প্রাপ্যতা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিতকরণ;

(গ) প্রতিটি প্রতিবন্ধী শিশুকে নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান;

৪.৬. পুনর্বাসন:

(ক) প্রতিবন্ধী শিশু নিবাস এর শিশুদের ১৮ বছর পূর্তিতে রক্ষণাবেক্ষণ, ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে সরকারি/বেসরকারি সেফহোমে স্থানান্তরকরণ;

(খ) প্রতিবন্ধী শিশু নিবাসে আশ্রিত শিশুদের মাতা-পিতা ও আত্মীয় স্বজনদের খুঁজে বের করার উদ্যোগ গ্রহণ। যদি শিশুর মাতা-পিতা বা ন্যায়সংগত অভিভাবকের সন্ধান পাওয়া যায় এবং তারা যদি সংশ্লিষ্ট শিশুর পূর্ণাঙ্গ দায়িত্ব গ্রহণে আগ্রহী হয়, তাহলে একটি মুচলেকা গ্রহণপূর্বক পরীক্ষান্তে সংশ্লিষ্ট শিশুকে মাতা-পিতা বা ন্যায়সংগত অভিভাবকের নিকট পারিবারিক পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে প্রতিবন্ধী শিশু নিবাসের ব্যবস্থাপনা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী হস্তান্তরকরণ। প্রতিবন্ধী শিশুদের মাতা-পিতা, বৈধ অভিভাবকগণকে খুঁজে বের করার জন্য গণমাধ্যমের সহায়তায় প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণসহ স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ বিভাগ অথবা অন্য কোন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতা গ্রহণ।

(গ) প্রতিবন্ধী শিশুদেরকে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন হতে যথাযথ প্রক্রিয়ায় হস্তান্তরের পরে নিয়মিতভাবে সার্বিক বিষয়ে ফলো-আপ।

৪.৭ বিবিধ:

কোন প্রতিবন্ধী শিশু মৃত্যুবরণ করলে ধর্মীয় বিধান মোতাবেক দাফন/সৎকার-এর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এ সম্পর্কিত তথ্য স্থানীয় প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট থানাকে অবহিতকরণ।

৫.০ আসনসংখ্যা:
প্রতিটি প্রতিবন্ধী শিশু নিবাসে আসন সংখ্যা হবে ১০০ (একশত)টি। তবে সরকার প্রয়োজনের নিরীখে এ সংখ্যা হ্রাস/বৃদ্ধি করতে পারবে।

৬.০ প্রতিবন্ধী শিশু নিবাসে ভর্তির প্রক্রিয়া :
অনুচ্ছেদ-২ (ক) এর সংজ্ঞায় বর্ণিত প্রতিবন্ধী শিশুরা প্রতিবন্ধী শিশু নিবাসে ভর্তির যোগ্য হবে।

৭.০ প্রতিবন্ধী শিশু নিবাস ব্যবস্থাপনা কমিটি :
প্রতিটি প্রতিবন্ধী শিশু নিবাস পরিচালনার জন্য নিম্নরুপ ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকবে:

৭.১ জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের ক্যাম্পাসে স্থাপিত "প্রতিবন্ধী শিশু নিবাস" ব্যবস্থাপনা কমিটি :

(১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন- সভাপতি;
(২) পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)- সদস্য;

(৩) কনসালটেন্ট ফিজিওথেরাপি, প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র, মিরপুর- সদস্য;
(৪) জনাব ইয়াছমিন আরা ডলি, পরিচালক, বাংলাদেশ কাউন্সিল ফর চাইল্ড ওয়েলফেয়ার (বিসিসিডব্লিউ)- সদস্য;
(৫) হোস্টেল সুপার/কো-অর্ডিনেটর, প্রতিবন্ধী শিশু নিবাস, মিরপুর-সদস্য;
(৬) সহকারি পরিচালক, পিএইচটিসি, মিরপুর- সদস্য ;
(৭) সহকারী পরিচালক (পূনর্বাসন ও কর্মসংস্থান), জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন- সদস্য;
(৮) উপ পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন- সদস্য সচিব।

৭.২ জেলা পর্যায়ে স্থাপিত "প্রতিবন্ধী শিশু নিবাস" ব্যবস্থাপনা কমিটি:

(১) জেলা প্রশাসক বা তাঁর মনোনীত প্রতিনিধি- সভাপতি ;
(২) পুলিশ সুপার বা তাঁর মনোনীত প্রতিনিধি- সদস্য;
(৩) সিভিল সার্জন বা মনোনীত প্রতিনিধি- সদস্য;
(৪) উপপরিচালক ,জেলা সমাজসেবা কার্যালয়- সদস্য
(৫) জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার- সদস্য;
(৬) জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা- সদস্য;
(৭) এনজিও প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত) ১জন- সদস্য;
(৮) জেলা প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহয্য কেন্দ্রের কনসালটেন্ট ফিজিওথেরাপি- সদস্য;
(৯) জেলা প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকর্তা- সদস্য-সচিব।

৭.৩ ব্যবস্থাপনা কমিটির কর্মপরিধি:

(১) প্রতি ৩ (তিন) মাস অন্তর ১ টি সভা করবে;
(২) প্রতিবন্ধী শিশু নিবাস এর নিবাসীদের নিরাপত্তা বিধান, লালন-পালন উন্নয়ন ও ভরণ পোষণসহ কেন্দ্রের সার্বিক সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান;
(৩) প্রতিবন্ধী শিশু নিবাস এর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কাজের মূল্যায়ন, তদারকি এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;
(৪) প্রতিবন্ধী শিশু নিবাসের মান-উন্নয়ন, সম্পদ সংরক্ষণ এবং সার্বিক উন্নয়নের জন্য পরামর্শ প্রদান এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন;
(৫) কমিটির কার্যপ্রণালী লিপিবদ্ধ রাখা এবং সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ প্রদান;
(৬) অভ্যন্তরীণ সম্পত্তির সর্বোত্তম ব্যবহার;
(৭) চাহিদা মাফিক শিশুর অভিভাবকের নিকট হস্তান্তরের প্রয়োজনীয়তা নিরুপণপূর্বক এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রণয়ন।

৮.০ প্রতিবন্ধী শিশু নিবাসের জনবল:

৮.১ প্রতিবন্ধী শিশু নিবাসে অনুমোদিত জনবল হবে নিম্নরুপ:
(১) হোস্টেল সুপার /কো-অর্ডিনেটর- ১ জন
(২) মেট্রন-২ জন
(৩) কেয়ার গিভার-৩০ জন
(৪)খন্ডকালীন ডাক্তার -১জন
(৫) নার্স-১ জন
(৬) শিক্ষক -৪ জন
উল্লিখিত জনবলের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এর চাকুরীবিধি অনুসারে নির্ধারিত হবে।

নিশ্চিতকরণ;

(৪) মাতৃস্নেহে শিশুদের লালন-পালন;

(৫) শিশুদের পাশে সার্বক্ষণিকভাবে অবস্থান;

(৬) শিশু অসুস্থ হলে সাথে সাথে মেট্রনকে অবহিতকরণ এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৭) শিশুদের খেলাধুলার সামগ্রী সরবরাহকরণ এবং তাদের সাথে খেলাধুলায় অংশগ্রহণ;

(৮) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

৮.৫ খন্ডকালীন ডাক্তারের দায়িত্ব :

(১) শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং প্রত্যেক নিবাসীর জন্য পৃথক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নথি সংরক্ষণ;

(২) শিশুদের প্রতিষেধক টিকা প্রদানের ব্যবস্থাকরণ;

(৩) শিশুদের জন্য স্বাস্থ্য চার্ট প্রণয়ন;

(৪) শিশুদের খাদ্যের পুষ্টির গুণগত মান সংরক্ষণে কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ প্রদান;

(৫) গুরুতর অসুস্থ শিশুদের হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থাকরণ;

(৬) শিশুদের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ক যাবতীয় দায়িত্ব পালন;

(৭) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

৮.৬ শিক্ষকের দায়িত্ব :

(১) শিশুদের জন্য উপযোগী চিত্রাংকন বই সংগ্রহ;

(২) শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহপূর্বক শিশুদেরকে অক্ষর জ্ঞান প্রদান;

(৩) শিশুদেরকে পড়তে ও হাতে কলমে শিক্ষাদান;

(৪) শিশুদের শিশু শ্রেণীতে ভর্তির যোগ্য করে গড়ে তোলা;

(৫) খেলাধুলার মাধ্যমে শিক্ষাদান;

(৬) শিশুদের জন্য বিনোদন কার্যক্রম পরিচালনা;

(৭) ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাদান;

(৮) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

৮.৭ কম্পাউন্ডার/নার্স এর দায়িত্ব :

(১) অসুস্থ শিশুদের চিকিৎসার সুব্যবস্থাকরণ;

(২) অসুস্থ শিশুদের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী ঔষধ ও পথ্য সরবরাহ;

(৩) খন্ডকালীন চিকিৎসকের সংগে যোগাযোগ করে প্রতিমাসে শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা;

(৪) প্রতি সপ্তাহে শিশুদের ওজন গ্রহণ ও লিপিবদ্ধকরণ;

(৫) শিশু মৃত্যুবরণ করলে দাফন/সৎকারের জন্য কর্তৃপক্ষকে সহায়তা প্রদান;

(৬) প্রত্যেক শিশুর জন্য স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পৃথক নথি এবং হেলথ কার্ড সংরক্ষণ;

(৭) কেন্দ্রের ঔষধ পত্রের হিসাব সংরক্ষণ;

(৮) কেন্দ্রের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিধানকল্পে সংশ্লিষ্ট সকলকে সহযোগিতা প্রদান;

(৯) ফিজিওথেরাপি, অকুপেশনাল ও স্পিচ থেরাপি সেবা নিশ্চিতকরণ;

(১০) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

৯.০ প্রতিবন্ধী শিশু নিবাসে ব্যবহৃত রেজিষ্টারসমূহ :

(১) দৈনিক হাজিরা খাতা;
(২) মালামাল গ্রহণ ও বিতরণ রেজিষ্টার;
(৩) শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ রেজিষ্টার;
(৪) কেসহিস্ট্রি রেজিষ্টার;
(৫) নিবাসী পুনর্বাসন ও অব্যাহতি রেজিষ্টার;
(৬) পরিদর্শন রেজিষ্টার;
(৭) ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ত সংরক্ষণ রেজিষ্টার;
(৮) সম্পদ রেজিষ্টার;
(৯) অন্যান্য প্রয়োজনীয় রেজিষ্টার।

১০.০ তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন :

(১) শিশুদের আইনসংগত অভিভাবক হিসেবে ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাগণ নিয়মিত প্রতিবন্ধী শিশু নিবাস পরিদর্শন করে শিশুদের বিষয়ে খোঁজ খবর রাখবে।

(২) ফাউন্ডেশন পর্যায়ে এ কার্যক্রমের তত্ত্বাবধান ও তদারকির দায়িত্ব ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা তৎকর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধির উপর ন্যস্ত থাকবে।

১১.০ গাইড লাইন এর সংশোধনী ক্ষমতা সংরক্ষণ:

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয়তার নিরীখে সময়ে সময়ে নির্দেশনা জারির মাধ্যমে এ গাইড লাইন পরিবর্তন/পরিবর্ধন/পরিমার্জন করতে পারবে।

পরিশিষ্ট-১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন
প্রতিবন্ধী শিশু নিবাস

ছবি

শিশু ভর্তির ফরম

১. প্রতিবন্ধী শিশুর নাম:

২. লিঙ্গ ও বয়স :

৩. পিতা-মাতার নাম (যদি জানা থাকে) :

৪. পিতামাতার ঠিকানাঃ (যদি জানা থাকে) :

৫. প্রেরণকারী ব্যক্তি/সংস্থা/কর্তৃপক্ষ-এর নাম ও ঠিকানা :

৬.(ক) শিশুর দৈহিক বিবরণঃ
(উচ্চতা, ... ওজন.....................গায়ের রং................ সনাক্তকরণ চিহ্ন ....
অন্যান্য বৈশিষ্ট্য (যদি থাকে)...।
(খ) প্রাপ্তি স্থান :
(গ) প্রাপ্তির তারিখ :
(ঘ) যে অবস্থায় শিশুটিকে পাওয়া গেছে তার বিবরণ : (প্রয়োজনে ভিন্ন কাগজ ব্যবহার করা যাবে)
(ঙ) সহায়ক অন্যান্য তথ্যাবলী :

৭. থানায় সাধারণ ডাইরীর নম্বর ও তারিখ :

৮. ভর্তির সময় শিশুর স্বাস্থ্যগত অবস্থা:
(অফিস কর্তৃক পূরণীয়)

শিশু ভর্তি করা হলো।

মেট্রোন/হোস্টেল সুপার/কো-অর্ডিনেটর এর স্বাক্ষর

অনুলিপিঃ
১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ঢাকা।
২) জেলা প্রশাসক,.......... ....।
৩) পুলিশ সুপার.......... ....।

পরিশিষ্ট-২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

প্রতিবন্ধী শিশু নিবাস

শিশুর স্বাস্থ্যকার্ড

(১) প্রতিবন্ধী শিশুর নাম :....... ....

(২) ভর্তি নং :.....................................

(৩) ভর্তির তারিখ : ....

(৪) রোগের বিবরণ (যদি থাকে) :

(৫) চিকিৎসা পত্র গ্রহণের তারিখ ও পরবর্তী তারিখ : ....

(৬) কম্পাউন্ডার/নার্সের মন্তব্য :

(৭) প্রদত্ত ঔষধের বিবরণ :

(৮) শিশুর স্বাস্থ্যের উন্নতি/অবনতি সংক্রান্ত তথ্য:

চিকিৎসকের স্বাক্ষর ও তারিখ